যুগান্তর

তারিখ 03 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৯

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি : আর লেজুড়বৃত্তি নয়

স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনাকালের ক্যাম্পাসের যে বিশৃংখল ও নৈরাজ্যকর চিত্র ছিল দিন দিন তা আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল অঙ্গ সংগঠন হিসেবে তাদের ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলে। ছাত্রনেতাদের অর্থের প্রলোভনে ফেলে টেন্ডারবাজির সুযোগ করে দেয়। টেন্ডারবাজির পথ ধরে দলবাজ ছাত্ররা চাঁদাবাজি, ছিনতাই, হাইজ্যাকের পথ বেছে নেয়। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিপক্ষকে দমন করতে গোপনে ছাত্রনেতাদের হাতে অস্ত্রও তুলে দেয়। ফলে ক্যাম্পাসগুলো লেখাপড়ার কলরবের পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মুখর হয়ে ওঠে। প্রতি বছরই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার কেউ কেউ লাশ হয়ে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেন। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ছাত্রদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ছাত্রদের ছাত্র নাম বদলে এই দলের ক্যাডার নেই দলের ক্যাডার হয়ে যায়।

শিক্ষকরাও লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি করতে ছাত্রদের থেকে পিছিয়ে থাকেননি। শিক্ষকরা কেউ চাকরি পাওয়ার আশায়, কেউ প্রমোশনের লোভে, কেউ আর্থিক বাড়তি সুবিধা অর্জনে নীল দল, সাদা দল, অমুক গ্রুপ, তমুক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। জাতীয় দৃষ্টিকোণ পরিহার করে দলীয় দৃষ্টিকোণে অন্ধ হওয়ায় শিক্ষক সমাজ আপন মানমর্যাদা হারিয়ে ফেলেন।

ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে যারা দলবাজির জোয়ারে গা না ভাসিয়ে 'ছাত্র', 'শিক্ষক' নাম পবিত্র রাখতে পেরেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। যে শিক্ষক সমাজ জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভালো কাজে আদেশ ও খারাপ কাজে নিষেধ দিয়ে চালাতেন, নীতিভ্রষ্ট হওয়ায় সে শিক্ষক সমাজ ছাত্রদেরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য হন। লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির কারণেই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-ভার্সিটিতে শিক্ষার পরিবেশ নেই। মাঠ আগাছায় ভরা থাকলে যেমন ভালো ফসল পাওয়া যায় না তেমনি বিদ্যালয়গুলো দলীয় রাজনীতির আগাছায় ভরা থাকলে সুনাগরিক আশা করা যায় না। বিদ্যালয়গুলো থেকে যদি সুনাগরিক বেরিয়ে না আসেন তাহলে কে গড়ে দেবে সুন্দর সমাজ, উন্নত দেশ, মানুষ বসবাসের উপযুক্ত মানবিক পৃথিবী?

গেল ৪ এপ্রিল, ২০০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসিতে বাংলাদেশ

দর্শন সমিতি আয়োজিত 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা : শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমস্যা' শীর্ষক সেমিনারে আইন, বিচার ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করে, তা ভাবতে লজ্জা লাগে।'... 'শিক্ষার উজ্জ্বল ঐতিহ্য শিক্ষকদের অনেকেই ধরে রাখতে পারেননি।'... বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯৭৩) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে।' (যুগান্তর ৫ এপ্রিল, ০৭)।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে আদর্শভিত্তিক রাজনীতি ও মতাদর্শ চর্চার অধিকার স্বীকৃত। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আদর্শ ও মতাদর্শ কেমন হওয়া আবশ্যক? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চিরাচরিত আদর্শ ও মতাদর্শ দুটি প্রবাদ বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে। ১. বাংলাদেশ একটি উদার মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ ২. বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানু গণতন্ত্রমনা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি বিশ্বাসী। তাছা বাংলাদেশের মানুষ ধার্মিক এবং অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল। সামরিক সমর্থন ও সহযোগিতায় বর্তমান তত্ত্বাবধায় সরকার শক্ত হাতে দেশব্যাপী সংস্কার অভিযান পরিচালনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি লেজুড়বৃত্তিক শিক্ষক রাজনীতি এবং বিদ্যালয়ে ধর্মঘট বন্ধে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যা অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানকে প্রধান করে ৭ সদস্যের একটি শিক্ষাবিদ কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকারের কাছে সুপারিশ করতে। (নয়াদিগন্ত ৭ এপ্রিল, ০৭ আমার দেশ ১০ এপ্রিল, ০৭)। সরকারের এ মহতী উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, প্রাইমারি স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ছাত্ররা শুধু ছাত্রই থাকবেন, শিক্ষকরা শুধু শিক্ষকই থাকবেন ক্যাম্পাসের ভেতরে-বাইরে ছাত্ররা পড়ালেখা ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। প্রয়োজনে সভা, সেমিনার, বিতর্ক অনুষ্ঠান করবেন নিজেদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে। ছাত্রজীবনে কোন ছাত্র ক্যাম্পাসে এমনকি ক্যাম্পাসের বাইরেও, লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি করতে পারবেন না। ছাত্রজীবন শেষে যার যা ইচ্ছা করতে পারবেন। এমনিভাবে শিক্ষকরাও শিক্ষক জীবনে কোনরূপ রংবাজি করতে পারবেন না। কেমন করে সুনাগরিক গড়ে জাতিকে উপহার দেয়া যায় এ চিন্তায়, চর্চায়, সাধনায় নিবেদিত থাকবেন শিক্ষক সমাজ শিক্ষক জীবনে। শিক্ষকতা বাদ দিয়ে যার যা ইচ্ছা করতে পারবেন। এটাই সাধারণ নিয়ম। নিয়ম ভাঙলেই আর শিক্ষক থাকতে পারবেন না। যদি ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ থেকে পাশাপাশি মেধাবীরা উপযুক্ত দিকনির্দেশনা পায়, তবে দেশ অবশ্যই ধীরে ধীরে শির উঁচু করে দাঁড়াবে।

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান *বিয়ানীবাজার, সিলেট*